মুজিবনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালনের ৪র্থ দিনে নাগাবিল মাঠের পুকুরের মাটি ও পানি পরিক্ষা

বেশি বেশি মাছ চাষ করি বেকারত্ব দূর করি”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে, মুজিবনগরে পালন করা হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০২১। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ পালনের ৪র্থ দিনে। উপজেলার নাগাবিল মাঠের মৎস্য চাষীদের বিশেষ পরামর্শ ও সেবাপ্রদান এবংএবং পুকুরের মাটি ও পানি মৎস্য চাষের উপযুক্ত কিনা এবং মাটি ও পানিতে পর্যাপ্ত প্রকৃতিক খাবার আছে কিনা বিষয় গুলো পরিক্ষা করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস।মঙ্গলবার সকাল সাড়ে১১টার সময় নাগাবিলেরমৎস্য চাষি আতিয়ার রহমানের পুকুর থেকে পানি ও মাটি পরিক্ষা করা শুরু হয়।এ সময় উপজেলা,সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা(অঃদা)শহিদুল ইসলাম,উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারন কর্মকর্তা নাজমুস সাকিব,ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব এবং নাগাবিল মাঠের বিভিন্ন পুকুরের মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবিবৃন্দ
উপস্হিত ছিলেন

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীনকে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন মালিথাকে গার্ড অব অনার প্রদান শেষে দাফন করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মোনাখালি ঈদগাঁ মাঠে

গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহন করেন।
এ সময় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম , বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন,লুৎফর রহমান,হারুন অর রশিদ,মতিয়ার রহমান,ইসমাইল হোসেন,হাইবতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
গার্ড অব অনারের সময় উপস্থিত সকলে মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের মরদেহ জতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন করে সন্মান প্রদর্শন করেন।

পরে পুলিশের একটি চৌকষ দল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।
গার্ড অব অনার শেষে মোনাখালি কবস্থানে তার লাশ দাফনের করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন মালিথা (৯০) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে বার্ধক্যজনিত কারনে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন মালিথা মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালি গ্রামের মৃত,আফেল উদ্দীন মালিথার ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি ৭ সন্তানসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি গতকাল সোমবার পালিত হয়েছে। শাস্ত্রমতে, দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। তার জন্মতিথিকে জন্মাষ্টমী হিসেবে উদযাপন করা হয়। তবে করোনা মহামারির কারণে এ বছর সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ কোনো আয়োজনই থাকছে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

ইসকন) জেলা কেন্দ্রীয় মন্দির ঝিনাইদাহ; প্রাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ থাকবে পূজা-আর্চনাসহ সব আয়োজন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে, পাঁচ হাজার বছর আগে পাশবিক শক্তি যখন ন্যায়, নীতি, সত্য ও সুন্দরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন সেই অশুভ শক্তিকে দমন করে কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অবতার হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয় তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়।

দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানির যাত্রা শুরু হয় যেভাবে

দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৮ সালের দিকে তারপর থেকে দিন কারখানা বাড়ছে ফলে নতুন করে যোগ হচ্ছে কর্মস্হল বাড়ছে কাজের পরিধি। বর্তমানে করোনো পরস্হিতি খুব যখন খারাপ অবস্হা ঠিক তখন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি করোনো থেকে বাঁচতে তৈরি হলো হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার জেলা প্রশাসক সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি আমলে নেয়। তার আগে কৃষক কিভাবে লাভবান হবে সেই হিসাবে গুনগত মান রেখে তৈরি হলো জৈব সারখানা এ জৈব সার ব্যাবহার করে বর্তমান কৃষকরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাংলাদেশে এই জৈব সারখানা তেও লাভের মুখ দেখছে বছর দুই ধরে। এ সবের পিছনে যার অবদান রয়েছে তার কথা না বল্লেই নাই তিনি শিক্ষা যোগ্যতা মেধা দিয়ে গোপন সহকারী থেকে আজ তিনি এডি এম। দীর্ঘদিন ধরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কিভাবে লাভবান হবে কি করলে কেরু বাঁচবে তার চিন্তা চেতনা শুধু কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কে নিয়ে।

বর্তমানে তিনি হাটি হাটি পা করে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসন বিভাগের দায়িক্ত পালন করছেন শেখ মোঃ শাহাবুদ্দিন,। কেরু এ্যান্ড

প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩৬ সালে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা হতে ৪৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। এরই সূত্র ধরে ধারণা করা যায় দর্শনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির আধুনিক চিনি উৎপাদন ইউনিটটি ১৯৩৬ হতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রাচীন ক্ষুদ্র ইউনিটটি সম্ভবতঃ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চোলাই কারখানার সাথে যুক্ত হয়ে থাকবে। তবে চোলাইকর বা মদ উৎপাদনের ব্যপারে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বাধার বিষয়টি মাথায় রেখে লোকালয়ের যথেষ্ট বাইরে অপেক্ষাকৃত নির্জন অথচ নিরাপদ এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেল পরিবহন সুবিধা সম্বলিত স্থান হিসেবে দর্শনা ছিলো কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চোলাই কারখানার জন্য একটি আদর্শ স্থল।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তাজনিত কারণে এই চোলাই কারখানাটির চত্ত্বর তখন কারাগারসম প্রায় ২০ ফুট উঁচু দুর্ভেদ্য দেয়ালবেষ্টিত ছিলো। এখন আসা যাক চোলাইকারী কেরু অ্যান্ড কোম্পানী’র আধুনিক চিনি উৎপাদনে এগিয়ে আসার পেছনের ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলতে গেলে বিশ্বে চিনির সবচেয়ে বড় উৎস ছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

কিন্তু সেই চিনি উৎপাদনের পেছনে ছিলো বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসের শ্রম – যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী, বিশেষতঃ বৃটেনে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। তখন এই সুযোগটি কাজে লাগায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তারা ভারতবর্ষ সহ দক্ষিন এশিয়ার কয়েকটি দেশে চিনি উৎপাদনের সূত্রপাত করে।

সে’সময় ক্রীতদাস প্রথা বিরোধিতায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চিনি ত্যাগ করে ইস্ট ইন্ডিয়ান অর্থাৎ ভারতীয় চিনি ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হয়। এ’বিষয়ে ১৮২৮ সালে লন্ডন হতে প্রকাশিত ইতিহাসখ্যাত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল জবধংড়হং ভড়ৎ ◌ঁ◌ংরহম ঊধং◌ঃ ওহফরধ ঝঁমধৎ যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেয় এবং বিশ্বে চিনির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ভারতবর্ষকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে। “ভারতীয় চিনি ব্যবহারের স্বপক্ষে লন্ডন হতে ১৮২৮ সালে প্রকাশিত দলিল

কুষ্টিয়ায় পাটের বাম্পার ফলন, ভালো দাম পেয়ে খুশী কৃষকরা

কুষ্টিয়ায় চলতি মৌসুমের শুরুতেই ‘সোনালি আঁশ’ পাটের মূল্য গত বছরের চেয়ে বেশি পাচ্ছে। ভালো মূল্য পাওয়ায় এ জেলার ছয় উপজেলার কৃষকের মুখে এখন হাসির ঝিলিক। করোনার সংকটময় সময়ে স্বস্তি ও খুশিতে আত্মহারা পাটচাষিরা। এতে কৃষক পরিবারে বইছে আনন্দ। সব শঙ্কা কাটিয়ে এবার হাসি ফুটেছে হাজারো পাটচাষির মুখে। কুষ্টিয়ায় পাট প্রধান চাষ এলাকা সদর, মিরপুর, দৌলতপুর, খোকসা উপজেলার কৃষকরা জানান, গত বছরের চেয়ে এ বছর পাটের দাম বেশি। গত বছর এ সময় প্রতি মণ পাটের দাম ছিল ১ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা।

কিন্তু এ বছর মৌসুমের শুরুতেই বাজারে প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ৯০০ টাকায়। প্রতি বিঘায় শুধু পাট বিক্রি করেই কৃষক লাভবান হচ্ছেন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে পাটখড়ির দাম যুক্ত করলে প্রতি বিঘায় এখন কৃষকের লাভ হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার টাকা। কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, জেলার ছয়টি উপজেলায় এ বছর ১ লাখ ১ হাজার ২৮৪ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। যা গত বছরের থেকে ৩০ ভাগ বেশি জমিতে পাট চাষ করা হয়েছিল। জমিতে দেশি, রবি-১, মোস্তা, জেআরও এবং তোষা জাতের পাট চাষ করা হয়েছে। তবে উচ্চ ফলনশীল তোষা জাতের পাট চাষ হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

এলাকা ঘুরে দেখা গেছে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পাট কাটা, জাগ দেওয়া, পাটকাঠি থেকে পাট ছাড়ানো ও শুকানো নিয়ে ব্যস্তসময় পার করছেন কুষ্টিয়ার চাষিরা। বৃষ্টিতে নদী-নালা, খাল-বিল ও ডোবাতে পানি থাকায় পাট জাগ দেওয়ার কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি তাদের। গত বছরের তুলনায় আবহওয়া অনুকূলে থাকায় পাটের চাষ বেড়েছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর পাটের দাম ও ফলন বেশি হয়েছে। ফলে লাভবান হচ্ছেন পাটচাষিরা। সূত্র আরও জানায়, চলতি মৌসুমে প্রতি বিঘায় আট থেকে দশ মণ পাট উৎপাদিত হচ্ছে। গত বছরের এ সময় প্রতি মণ পাটের দাম ছিল ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকা। এ বছর প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ২ হাজার ৯০০ টাকা।

সরেজমিনে দেখা যায়, কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের বিস্তৃর্ণ এলাকায় পাটচাষিরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। কেউ জমি

থেকে পাট কাটছেন, কেউ পাটের বোঝা বাঁধছেন, কেউ কেউ মাথায় করে সেই বোঝা নিয়ে যাচ্ছে নদী-খাল কিংবা পুকুরে। আবার অনেক জায়গায় পাট জাগ দিচ্ছেন কৃষকরা। অনেকে আঁশ ছাড়িয়ে, পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে নিচ্ছেন। মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারোল গ্রামের কৃষক জয়নাল আলী বলেন, গত বছরের চেয়ে এ বছরের পাটের দাম বেশি। গত পাটের মণ ছিল ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা। এবার আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা মন হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া এবার পাটের ফলনও ভালো হয়েছে। এতে আমরাও খুব খুশি।

দৌলতপুর উপজেলার কৃষক হামিদুর হক বলেন, এ বছর চার বিঘা পাটের চাষ করেছি। বিঘাপ্রতি ১২ মণ পাট উৎপাদন হয়েছে। খরচ বাদে ডাবল লাভ হয়েছে। দাম ভালো পাওয়ায় আমরা লাভবান। মিরপুর উপজেলার চাষি খাদেমুল ইসলাম বলেন, গত বছর দুই বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম। তাতে ১২ মণ পাট উৎপাদন হয়েছিল। এবার দুই বিঘায় ২০ থেকে ২২ মণ পাট ঘরে তুলেছি। এবার লাভে ভালো হয়েছে। কারণ আগের বছরের চেয়ে দামও বেশি, ফলনও বেশি। এলাকার কৃষকরা জানান, বিগত বছরের তুলনায় দাম ভালো পেয়েছেন তারা। ফলনও ভালো পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়াও উপযোগী ছিল। ভালো দাম পেলে আগামীতেও আগ্রহ বাড়বে। ফলে পাট চাষ বাড়বে। পাটের সঙ্গে সঙ্গে পাটখড়ির চাহিদাও বেশি। প্রতি বিঘায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকার পাটখড়ি পাওয়া যায়।

সব মিলে চাষিরা খুশি। জ্বালানির কাজ ও বেড়া দেওয়ার কাজে পাটখড়ির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ জন্য দিন দিন পাটখড়ির দাম ও চাহিদা বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেলা পাট অধিদপ্তরের মুখ্য কর্মকর্তা সোহরাব উদ্দিন বিশ্বাস জানান, গত বছর কৃষকরা সর্বশেষ ২৪০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত মণ হিসেবে পাট বিক্রি করেছেন। যখন পাট ওঠে তখনও ১৭০০-২২০০ টাকা পর্যন্ত দাম পেয়েছেন। এবারে পাটের দাম শুরু থেকেই আড়াই হাজার থেকে ৩ হাজার দুইশ টাকা মন হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। তিনি জানান, কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদে সহায়তা করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও আমরা নিয়মিত পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকির পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকি। এছাড়াও কুষ্টিয়ার খাজানগরে বৃহত্তম চালের মোকাম থাকায় পাটের বস্তা ব্যবহার বাড়ার ফলে এ জেলায় পাটচাষও বাড়ছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক ড.হায়াত মাহমুদ জানান, গত বছরের চেয়ে উৎপাদন, চাষের পরিমাণ ও দাম এ বছর বেশি।

পাট চাষের উপযোগী আবহাওয়ার ফলে ফলন বেশি পেয়েছেন কৃষক। বাজারে পাটের দাম ভালো যাচ্ছে। আশা করি আগামী বছর কৃষকরা পাট চাষে উদ্বুদ্ধ হবেন। আগামীতে আবাদ আরও বাড়বে। তিনি আরও বলেন, পাট অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাট চাষিদের প্রণোদনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাট বীজ, রাসায়নিক সার দেয়া হয়েছে। মূলত পাটের দাম ভালো হওয়ায় চাষিরা পাট চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ার আবাসিক স্কুলে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় একটি আবাসিক কোচিং সেন্টারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে শহরের এডুকেয়ার আবাসিক স্কুলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের এই অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুহায়মিনুল আল জিহান। তিনি বলেন, দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এখনও কমেনি।
সরকার সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। করোনা অতিমারিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কথা থাকলেও আবাসিক ছাত্র রেখে সরকারি নীতিমালা ভঙ্গ, জোরপূর্বক ছাত্রদের আটকে রাখা এবং অভিভাবকদের বেতনের জন্য চাপ দেয়াসহ নানাবিবিধ অভিযোগে এডুকেয়ার আবাসিক স্কুলের মালিককে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন,২০১৮ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
একইসাথে সকল আবাসিক ছাত্রদের অতিদ্রুত অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়। জনকল্যাণে ও জনসচেতনতায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সহায়তা করে।

পৌর জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার সময় জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে পৌর জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ সুমন পারভেজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব আব্দুল হাদী। সম্মমানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মোঃ কিতাব আলী মাস্টার,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ বাবুল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামান মল্লিক, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিঠু আহম্মেদ, গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান, গাংনী পৌর জাতীয় পার্টির আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাংনী পৌর জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সেলিম রেজা সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টির ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমেটি গঠন করা হয়। পৌর জাতীয় পার্টির আহবায়ক আব্দুল মান্নান, যুগ্ম আহবায়ক ইনসান আলী ও মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং হামিদুল ইসলামকে সদস্য সচিব মনোনীত করা হয়েছে।

দেশের যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি। যাতে করে আমরা তরুন যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারি। এর আগের কোন সরকার এভাবে কোন চিন্তা ভাবনা করেনি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক আধিদপ্তরের অধীনে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ও তাদের আর্থিক ঋণসহ উৎপাদিত পণ্য এখান থেকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। গতকাল সোমবার দুপুর ২ টার দিকে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৩০ নারী সংগঠনের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ আনুদানের চেক বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। “শেখ হাসিনার বারতা, নারী পুরুষ সমতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩০টি সমিতির অনুকূলে সাধারণ ও বিশেষ অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন, মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক নুর জান্নাত নিলা, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামিম আরা হিরা প্রমুখ।

মেহেরপুরে মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিলন রেজা নামের এক যুবক আহত। তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা

বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কুষ্টিয়া রেফার্ড করা হয়েছে। শিলন রেজা সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে শিলন রেজা মাঠে কাজ শেষে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে শোলমারী নসিমন স্ট্যান্ডের কাছে বিপরীতগামী অপর একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এ সময় শিলন রেজা আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও যুব ঋণ বিতরণ

মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন, গবাদিপশু, হাস মুরগী, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুব হলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে এম জাহিদ হোসেন।
বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক মাসুদ আল আহসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণার্থী একে আজাদ সাগর। এসময়

উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি শাহ্ দারা খান, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা।
পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দারিয়াপুর এলাকায় ৮ টি কেন্দ্রে ৪০ জন যুবক যুবতীদের মাঝে ১২ হাজার টাকা করে মোট ৪ লক্ষ আশি হাজার টাকার চেক প্রদান করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।